এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ০৯, সাপ্তাহিক ১লা মার্চ ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 1st March. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 9, Rs. 2

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ঃ মূল লড়াই তৃণমূল বনাম বিজেপির

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ নির্বাচন কমিশন সম্ভবত মার্চের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের তারিখ ঘোষণা করতে পারে। ভোট এপ্রিল মাসে এক বা একাধিক দফায় হতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ৭ মে ২০২৬-এর মধ্যে, তাই তার আগেই রাজ্যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৪৮০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী রাজ্যে মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচনের আগে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে এবং সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিত করার কাজ চলছে। রাজ্যে প্রধান লড়াই মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন বিজেপির মধ্যে। বিজেপি ভোটের আগে পরিবর্তন রথ যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। ভোট ঘিরে

রাজনৈতিক প্রচার ও বিতর্ক ইতিমধ্যেই বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট ২৯৪টি

বিধানসভা নির্বাচন

আসনে ভোট হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে কয়েকটি এলাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এবারের এই নির্বাচনে। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং অঞ্চল।গত নির্বাচনে এইসব স্থানে বিজেপি ভালো ফল করেছিল।এবারে তাই এই সব স্থানে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কড়া লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূল এইসব স্থানে নিজেদের আসন বৃদ্ধি করতে সেইভাবে মাঠে নেমেছে আর বিজেপি তাদের পুরনো আসনগুলো ধরে রাখতে মরীয়া। অপরদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল অঞ্চল। গত কয়েক বছর ধরে এই জঙ্গলমহল অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন ও সরকারি প্রকল্প নিয়ে এখানে ভোটের লড়াই হয়।এরপরে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের শহরাঞ্চল যেমন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি। এইসব স্থানে তৃণমূল সাধারণত শক্তিশালী, তবে বিরোধীরা সংগঠন বাড়ানোর চেষ্টা করছে। চতুর্থত সীমান্ত ও গ্রামীণ এলাকা। এই সীমান্ত ও গ্রামীন এলাকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প বনাম রাজ্য প্রকল্প,এই ইস্যু বড় ভূমিকা নিতে পারে।

এই নির্বাচনে মূলত দুই বড় রাজনৈতিক মুখ নিয়েই আলোচনা বেশি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ---- বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তৃতীয়বার সরকার ধরে রাখার লড়াই।

শুভেন্দু অধিকারী---- বিরোধী শিবিরের বড় নেতা, বিজেপির মুখ।

এবারের এই নির্বাচনে কিছু বড় ইস্যু ফ্যাক্টর হতে পারে। যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার, সামাজিক প্রকল্প---কর্মসংস্থান , কেন্দ্র-রাজ্য রাজনীতি,দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ইস্যু, গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন। লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি, তার সঙ্গে যুব সমাজের জন্য যুবসাথি ভাতা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে।

যদিও অনেক বিশ্লেষক বলছেন, এবারও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে বহু কেন্দ্রে। কারণ তৃণমূলের গ্রামাঞ্চলে শক্ত সংগঠন আছে আবার বিজেপিও গত কয়েক বছর ধরে ভোট শতাংশ বাড়িয়েছে।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' তৈরিতে পরামর্শ বৈঠক শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভা নির্বাচন ২০২৬কে সামনে রেখে বিজেপির ইশতেহার বা 'সংকল্প পত্র' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত ।

দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যুব সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং ক্রীড়া জগতের মানুষসহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি এতে অংশ নেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা বিজেপির সংকল্প পত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতামত ও প্রস্তাব তুলে ধরেন।

আলোচনায় উঠে আসে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, শিল্পের প্রসার, এমএসএমই ও স্টার্টআপকে উৎসাহ দেওয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, নারী ও যুব সমাজকে ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার মতো একাধিক বিষয়। পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত, হিংসামুক্ত ও চাঁদাবাজিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও জোর দিয়ে বলা হয়।

দলের নেতৃত্ব জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই এই সংকল্প পত্র তৈরি করা হবে, যাতে রাজ্যের মানুষের প্রকৃত সমস্যা ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটে। বৈঠকে উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার; এই অভিযোগও উঠে আসে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতা স্বপন দাশগুপ্ত, অনির্বাণ গাঙ্গুলি, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মর্মু সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে শিলিগুড়িতে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর আওতায় শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কাজ শুরু হলো। (দ্বিতীয় পাতায়)

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

রঙে মিলুক মন, শক্ত হোক সমাজের বন্ধন

দোলগোড়ায় দোলযাত্রা ও হোলি।রঙের এই উৎসব কেবল আবির-গুলালের উচ্ছ্বাস নয়, এটি হৃদয়ের মিলন, ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার। ধর্ম, ভাষা,জাতিগত বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে ভালোবাসার সেতু গড়ার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয় এই উৎসব।

আজকের সমাজে যখন হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও বিভাজনের ছায়া মাঝে মাঝে ঘনিয়ে আসে, তখন দোলের রঙ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- ঐক্যই আমাদের আসল শক্তি।রঙের ছোঁয়ায় যেমন ধূসরতা মুছে যায়,তেমনই আমাদের মন থেকেও মুছে যাক ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। ছড়িয়ে পড়ুক শুভ শক্তির জয়জয়কার।

তবে আনন্দের পাশাপাশি থাকুক সচেতনতা। পরিবেশবান্ধব রঙ ব্যবহার,জল অপচয় রোধ এবং সবার নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই উদযাপন হোক উৎসব।

খবরের ঘন্টা পরিবারের পক্ষ থেকে সকল পাঠককে জানাই দোলযাত্রা ও হোলির আন্তরিক শুভেচ্ছা। রঙে রঙিন হোক জীবন, আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি ঘর।

শুভেচ্ছান্তে

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

শিলিগুড়িতে গৌরবের দশক দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউটের বর্ণাঢ্য দশবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চক্ষু চিকিৎসায় শিলিগুড়ি তথা উত্তর পূর্ব ভারতের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট ১৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ করল তাদের সাফল্যমণ্ডিত দশ বছর। এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার কিরণ ভবনে দিনভর নানা আয়োজনে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।

গত এক দশকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা, অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক দল এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। বিশেষত মায়োপিয়া নিয়ে তাদের গবেষণা ও চিকিৎসা উদ্যোগ আন্তর্জাতিক পরিসরেও ইতিমধ্যে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

দশবর্ষ উদযাপনের সূচনা হয় রবিবার সকালে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে। সমাজকল্যাণে দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরে বহু স্বেচ্ছাসেবী এতে অংশ নেন। বিকেলে

(প্রথম পাতার পর)

কাজের সূচনা

প্রায় ১৯ কোটি ৪১ লক্ষ ১২ হাজার ৮৩৩ টাকার অর্থানুকূল্যে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় মোট ১০২৭টি কালভার্ট, ড্রেন ও পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা করা হয়। এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ।

এছাড়াও একই মঞ্চ থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭১০ টাকার বরাদ্দে ৪৭টি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা, যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউটের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, গবেষণার অগ্রগতি এবং আগামীর কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও।

অনুষ্ঠানে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে খবরের ঘন্টা-র সম্পাদক বাপি ঘোষকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই সম্মান পাওয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র টিম ও পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ, সমাজসেবী বেদব্রত দত্ত, অধ্যাপিকা ও সমাজসেবী বিদ্যাবতী আগরওয়ালা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও মর্যাদাপূর্ণ ও স্মরণীয়।

মোট ৫১টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজেরও সূচনা করা হয়। এই সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধনও মেয়র গৌতম দেবের হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়।

পাশাপাশি পুরনিগমের ১১ লক্ষ ২০ হাজার ২৫০ টাকার ব্যয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডে নবনির্মিত ঝিলিমিলি পার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একইসঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ ৫ হাজার ২৩০ টাকার অর্থানুকূল্যে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদ নগর পার্কের কাজেরও শুভ সূচনা করা হয়েছে মঙ্গলবার ।

সব মিলিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে সরব শিলিগুড়ি , ৯৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ একাধিক দাবিতে গর্জে উঠল বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আবেগ, ভাষা শহিদদের স্মৃতি আর বাংলার অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার;এই তিনকে সামনে রেখেই শনিবার বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি-র উদ্যোগে শিলিগুড়িতে পালিত হলো একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনুষ্ঠানে উঠে এলো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি, যা ঘিরে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ভাষা ও বাঙালির অধিকার।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট এলাকার অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা-র প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী ধ্রুব সরকার, বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জীব চক্রবর্তী এবং শিক্ষক আশীষ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় এখনই সময় আরও শক্তভাবে আওয়াজ তোলার। তাঁদের দাবি;

১)পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামফলকে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে,

২)পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির সব পরীক্ষায় বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩)রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে বাংলার ভূমিপুত্রদের জন্য ৯৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে।

৪)ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করতে হবে।

এবং ৫)নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনএ রেলের ডিআরএম অফিস স্থাপন করতে হবে।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বক্তারা জানান, বাংলা ভাষার আওয়াজকে সমাজের সর্বস্তরে জোরদারভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য নয়, বাঙালির আত্মপরিচয় ও অধিকারের প্রশ্নেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লব ঘোষ, রাজা ইন্দ্র, ভাস্কর মজুমদার সহ আরও অনেকে। এদিন সবাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রয়াত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী চিকিৎসক ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার-কে। বক্তারা বলেন, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর দীর্ঘদিনের সংগ্রাম এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত বক্তারা একবাক্যে জানান;বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই লড়াই ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে সামনে রেখেই নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষার প্রতি আরও সচেতন করে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ-এর সরলা সুন্দরী বিদ্যালয়-এর টিচার ইনচার্জসহ চারজন শিক্ষক বুধবার পরিদর্শনে আসেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগর-এ অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল-এ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম নজরে আসার পরই তাঁদের আগ্রহ জন্মায়। সেই আগ্রহ থেকেই এদিন সরেজমিনে স্কুলটি ঘুরে দেখেন তাঁরা। বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মান দেখে তাঁরা গভীরভাবে মুগ্ধ হন।

একটি সরকারি বিদ্যালয় কীভাবে একসঙ্গে পাঠদান, সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধূলা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, উন্নত পরিকাঠামো ও নৈতিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে; তার বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেন আগত শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের নেতৃত্বে পরিচালন কমিটি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা। তাঁদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা থাকলে সরকারি স্কুলও উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছাতে পারে।

এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, মার্গারেট হাইস্কুল-এর শিক্ষিকা তথা বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় এবং বাল্মিকী স্কুল-এর ভূগোল শিক্ষিকাও। তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ, ক্রীড়া চর্চা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন দেখে অভিভূত হন।

রাজ্যের বহু সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় যখন নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে, তখন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে উঠে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত শিক্ষাবিদরা।

সকলের বক্তব্য,ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়;আর সেই সত্যকেই বাস্তবে প্রমাণ করেছেন প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম ও তাঁর সমগ্র টিম।

সন্ধ্যাকালীন ওপিডি চালু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে, রোগী পরিষেবায় বড় স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন শিলিগুড়ি শহর ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য বড় উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ইভনিং ওপিডি পরিষেবা। দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ)-এর প্রচেষ্টায় এই নতুন ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। ফলে দিনের ব্যস্ততা সামলে সন্ধ্যায় চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পাবেন বহু মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরে সকালবেলার নিয়মিত ওপিডি-তে রোগীর ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। অতিরিক্ত চাপের কারণে অনেককেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হত। ইভনিং ওপিডি চালু হওয়ার ফলে সেই ভিড় কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব । পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের একাধিক আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। মেয়র তাঁর বক্তব্যে জানান, সাধারণ মানুষের সুবিধা ও সময়ের কথা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট সময় মেনে চিকিৎসকেরা সন্ধ্যাকালীন ওপিডিতে রোগী দেখবেন। এতে অফিস ফেরত কর্মজীবী মানুষ কিংবা দিনের কাজ শেষে চিকিৎসা নিতে ইচ্ছুকদের জন্য বড় সুবিধা হবে।

নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় শহরবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে ইভনিং ওপিডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মত স্বাস্থ্য মহলের।

কন্যাদায়গ্রস্ত মায়ের পাশে মানবিক উদ্যোগ, বিয়ের সামগ্রী পৌঁছে দিলেন 'বাইক অক্সিজেন ম্যান' শংকর রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অপরের উপকারই প্রকৃত ধর্ম--ভারতীয় শাস্ত্র ও মনীষীদের বাণীতে বারবার এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করা সমাজে এক বড় মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। সেই মানবিকতারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা গেল কোচবিহারে। কোচবিহার জেলার মন্টু দাসপল্লী ১ নম্বর বাঁধপাড় এলাকার বাসিন্দা শম্পা মন্ডল দীর্ঘদিন ধরেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সংসার চালাচ্ছেন। কয়েক বছর আগে স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর দুই ছোট ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর মেয়ে রাজিকা মন্ডলের বিয়ে ঠিক হওয়ায় পরিবারে খুশির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দুশ্চিন্তাও বাড়ে।

এই সময় পরিবারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয় এলাকার পরিচিত সমাজসেবী 'বাইক অক্সিজেন ম্যান' শঙ্কর রায়ের কাছে। বিষয়টি জানার পর তিনি নিজের ফেসবুকের মাধ্যমে মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দেন বহু শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু ও স্থানীয় মানুষজন। অনেকে বিয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে এগিয়ে আসেন।

এছাড়াও কোচবিহারের এক ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ীও এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত বিয়ের আগের দিনই সমস্ত সামগ্রী শম্পা মন্ডলের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপহারের মধ্যে ছিল একটি তোষক, লেপ, দু'টি বালিশ, একটি কম্বল, লাল চাদর, একটি শাল, এক বস্তা চাল, বিছানার চাদর এবং বালিশের কভার। পাশাপাশি কিছু অর্থও অতিরিক্তভাবে সংগ্রহ হওয়ায় তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচের জন্য।

এই মানবিক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন আস্থা ফাউন্ডেশনের সদস্যরাও। তাঁদের সহযোগিতায় পুরো কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে যারা এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। সমাজে এ ধরনের উদ্যোগই মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা ও সহমর্মিতাকে আরও শক্তিশালী করে বলে মনে করছেন অনেকেই।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান

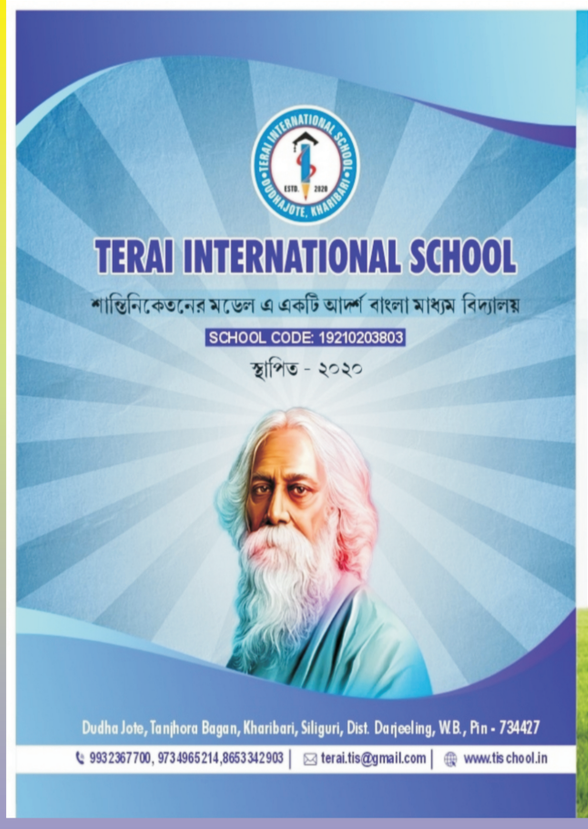

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 9

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)